তারিখ 01 AUG 2008
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

কলেজে ভর্তিতে বেশি টাকা আদায়

সরকারি নির্দেশের যথাযথ বাস্তবায়ন দরকার

সারা দেশে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি প্রক্রিয়া এখন চলছে। অভিভাবকরা তাদে সন্তানদের ভালো কলেজে ভর্তি করা নিয়ে টেনশনে আছেন। তাদের টেনশন আরে বেড়ে গেছে কলেজে ভর্তিতে বেশি টাকা আদায়ের প্রবণতার কারণে।

যায়যায়দিনে প্রকাশিত একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায়, বিভিন্ন বেসরকারি কলেজে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তিতে সরকারি নির্দেশ উপেক্ষা করে বেশি টাকা আদা করা হচ্ছে। অথচ ১ এপ্রিল জারিকৃত সরকারি একটি প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, সরকা থেকে বেতন-ভাতা পাওয়া (এমপিওভুক্ত) বেসরকারি স্কুল-কলেজগুলো শিক্ষার্থ ভর্তির সময় সব ধরনের ফি মিলিয়ে পাঁচ হাজার টাকার বেশি নিতে পারবে না। কি বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, এমপিওভুক্ত অনেক কলেজই এ নির্দেশ উপেক্ষা কে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বেশি টাকা আদায় করছে, যা সরকার নির্ধারিত হারে দ্বিগুণ। কোনো কোনো কলেজে সরকারি হারের তিনগুণ ফী আদায় হচ্ছে বলে অভিযোগ আছে।

দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির কারণে অভিভাবকরা এমনিতেই প্রচণ্ড অর্থ কষ্টে আছেন উপার্জনের সিংহভাগ অর্থ খরচ হয়ে যাচ্ছে খাবার জোগাড় করতে। সন্তানদে পড়াশোনার খরচ সামলানো অনেকের পক্ষেই কষ্টসাধ্য হয়ে গেছে। এ অবস্থা বেসরকারি কলেজগুলোতে যদি সরকার নির্ধারিত টাকার অতিরিক্ত ভর্তি ফি আদা করা হয় তাহলে পড়ালেখার খরচ সামলানো অনেকের পক্ষেই সম্ভব হবে না। এ কারণে অনেক শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবনও অনিশ্চয়তার মুখে পড়বে। টাকার অভাবে ভালো কলেজে ভর্তি হওয়ার সাধও পূরণ হবে না অনেকের।

শিক্ষা বোর্ডের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এবারের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় ১ লাখ ৫২ হাজার ৮৯৯ জন শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছিল। অথচ ক্লাস নাইনে রেজিস্ট্রেশ করেছিল ১২ লাখ ৫৯ হাজার ১০৫ জন শিক্ষার্থী। অর্থাৎ ৬ লাখ ৬ হাজার ২০৬ জ নিয়মিত শিক্ষার্থী দুই বছরের মধ্যেই ঝরে গেছে। এভাবে শিক্ষার্থী ঝরে যাওয়া পেছনে দারিদ্র্যই অন্যতম বড় কারণ। শিক্ষা সামগ্রী ও বেতন-ভর্তির ফি জোগা করতে না পেরে অনেকেই পড়ালেখা ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে। এ অবস্থায় স্কুল কলেজগুলোতে যদি অতিরিক্ত ভর্তি ফি আদায় করা হয় তাহলে আরো অনে শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবন শেষ হয়ে যেতে পারে।

শিক্ষা এবং বাণিজ্য দু'টি ভিন্ন বিষয়। শিক্ষালয়ে শিক্ষার বিষয়টি প্রাধান্য পা এবং তা বাণিজ্যালয়ে পরিণত হবে না- এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু শিক্ষালয় যদি বাণিজ্যিকভিত্তিতে পরিচালিত হতে থাকে তাহলে তা মেনে নেয়া যায় না। বিভি বেসরকারি কলেজে ভর্তি ফি বাবদ যে টাকা এখন আদায় করা হচ্ছে তাকে শিক্ষা নামে বাণিজ্যই বলছেন অভিভাবকরা। শিক্ষালয়ে এ ধরনের বাণিজ্য চলতে দেয়া যা না।

একটি প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমেই সরকার তার দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে না সরকারি নির্দেশের যথাযথ বাস্তবায়ন হচ্ছে কি না সেটিও নিশ্চিত করতে হবে। যেস কলেজে সরকার নির্ধারিত হারের চেয়ে অতিরিক্ত টাকা আদায় করা হচ্ছে তাদে বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া দরকার। ভর্তি ফি বেশি নিলে বেসরকারি স্কুল কলেজগুলোর এমপিও স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের একটি মিটিংয়ে। সে সিদ্ধান্ত অবিলম্বে কার্যকর করা হোক-এটাই চাচ্ছেন অভিভাবক মহল আমরা আশা করবো, স্কুল-কলেজগুলোর ভর্তিতে অতিরিক্ত অর্থ আদায় বন্ধে সরকারে